আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩
International Year of Statistics-2013

ক্রোড় পত্র

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৫ আশ্বিন ১৪২০
১০ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতির যৌথ উদ্যোগে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও "আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩" বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পরিসংখ্যান উন্নয়ন ও অগ্রগতির নির্দেশক। সঠিক পরিসংখ্যান ছাড়া অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় না এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাও গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। আমি আশা করি 'আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩' পালনের মধ্য দিয়ে জনগণ পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন এবং বিভিন্ন শুমারি ও জরিপে সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩' এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ
(International Year of Statistics)

অধ্যাপক ড. কাজী আবদুস সামাদ, পরিসংখ্যান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,
মোঃ সামছুল আলম, পরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও
একেএম আশরাফুল হক, প্রকল্প পরিচালক, এমএসভিএসবি, বিবিএস

২০১৩ সালকে ঘোষণা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ (International Year of Statistics)। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশে পরিসংখ্যানকে ঘিরে নানা রকমের কর্মসূচী পালিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ব্লগ থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীব্যাপী সর্বমোট ২১১৮ টি প্রতিষ্ঠান এ সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। পেশাগত পরিসংখ্যান সমিতি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইমারী ও হাইস্কুল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পালিত হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী নানা অনুষ্ঠানমালা। অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হল: SAS institute কর্তৃক প্রস্তুতকৃত video show. পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে এ ভিডিওটি দেখা যাবে www.statistics2013.org ওয়েব সাইটে। এ ভিডিওটি যে কোন প্রতিষ্ঠান, কর্মজীবি মানুষ, জনগণ, মিডিয়া ও সকল দেশের শ্রোতাসাধারনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। মূল ভিডিওটি ইংরেজীতে সংকলিত হলেও সাবটাইটেলগুলো পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। উক্ত ভাষাসমূহের মধ্যে রয়েছে কাপ্লান, চেক, ডাস, ইউসাকারা, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইন্দোনেশিয়া, ইটালিয়ান, পর্তুগীজ, রাশিয়ান, স্প্যানিস, সুইডিস, টার্কিস ইত্যাদি। এতে পরিসংখ্যান বিষয়ের নানাদিক তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সমুহে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগীতা, বিজ্ঞান লেখার প্রতিযোগীতা, তরুন শিক্ষকদের মধ্যে গবেষণা পেপার প্রতিযোগীতা, পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওয়ার্কশপ, পৃথিবীব্যাপী পরিসংখ্যান বিষয়ের বিভিন্ন দিকপালদের উপর বিভিন্ন দেশে মাস ব্যাপী অনুষ্ঠানমালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ অর্থে পরিসংখ্যান বলতে আমরা বুঝি, আজকের তাপমাত্রা কত, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত কিংবা খেলাধুলা সর্ম্পকিত যে কোন পরিসংখ্যান। এগুলো উপাত্তভিত্তিক পরিসংখ্যান হলেও পরিসংখ্যান বিজ্ঞান বলে একটি বিষয় আছে যা কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পড়ানো হয়। পরিসংখ্যানের আভিধানিক বর্ণনা হচ্ছে: (১) এটি উপাত্ত থেকে তথ্য বের করে নিয়ে আসার একটি বিজ্ঞান শিক্ষা অথবা পর্যবেক্ষণকৃত উপাত্ত থেকে তথ্য বের করে নিয়ে আসার তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পদ্ধতিসমূহকেই পরিসংখ্যান বলে; (২) পরিসংখ্যান অনিশ্চয়তার বিজ্ঞানও বটে; (৩) এটি একটি আন্তঃশাস্ত্রীয় অতি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয় এবং সংখ্যাবাচক উপাত্তের ভিত্তিতে গল্প বলার ভঙ্গি।

পৃথিবীব্যাপী সরকার, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, আর্থিক কোম্পানী, মতামত যাচাইকারী ফার্ম, প্রচারাভিযান, সামাজিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানী দল, সংবাদ সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিনিয়ত পরিসংখ্যান তৈরী ও ব্যবহৃত হচ্ছে। বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাওয়ায় সঙ্গত কারণে বর্তমানে এ পরিসংখ্যান বিষয়টি আমাদের দেশে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি মাধ্যমিক স্তর থেকেই পড়ানো হচ্ছে। এক সময় ছিল, পরিসংখ্যান পড়ানো শুরু হতো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে। কালের পরিক্রমায়, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিসংখ্যান বিষয়ের ব্যাপক প্রয়োগ ও প্রয়োজনের ফলে পৃথিবীব্যাপী পরিসংখ্যান এখন স্কুল পর্যায় থেকেই পড়ানো হচ্ছে এবং পরিসংখ্যানকে পেশা হিসাবে নিয়ে ক্যারিয়ার গঠন করছে অনেকেই। প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী ৪.৪ মিলিয়ন পরিসংখ্যানবিদ বিশেষ করে বড় ডাটা ভিত্তিক, ডাটা মাইনিং এর বিশ্লেষক (এনালিষ্ট) এর প্রয়োজন হবে। খোদ আমেরিকাতেই এর প্রায় অর্ধেক লোক নিয়োগপ্রাপ্ত হবে (সূত্র: ইন্টারনেট)। বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যানের ব্যবহার ও পরিসংখ্যান জগতে চাকুরীর ক্যারিয়ার গঠন এখন সর্বজনবিদিত।

কয়েকজন বিশ্ব বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদগণ হলেন - W. Edwards Deming, Florence Nightingale, Janet Norwood, John Tukey, Gertrude Cox, Ronald A. Fisher, J. Stuart Hunter, G. E. P. Box, Thomas Bayes, Walter Shewhart, Daniel Bernoulli প্রমুখ। পাক-ভারত উপমহাদেশে বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ হলেন ভারতের প্রসান্ত চন্দ্র মহালনবিশ যিনি মূলত 'Mahalanobis দূরত্ব ('Mahalanobis distance') সূত্র আবিষ্কারের জন্য প্রসিদ্ধ। পাক-ভারত বিভাজনের পর সদ্য স্বাধীনতা লব্ধ ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি থেকে শুরু করে প্রতিটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে ভারত সরকারকে সহায়তা করেছেন তিনি। তাছাড়াও ভারতে দ্রুত শিল্পায়নের স্বার্থে তিনি নোবেল বিজয়ী Leontief এর বিশ্ববিখ্যাত ইনপুট-আউটপুট মডেল ব্যবহার করে অতি প্রয়োজনীয় ফলাফল লাভ করতে প্রভুত পরিমাণে সহায়তা করেন। C.R.Rao মহালনবিশের যোগ্যতম উত্তরসূরী।

বাংলাদেশে ড. কাজী মোতাহার হোসেনের হাত ধরেই ঢাকা বিশববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানের পথ চলা শুরু হয়। বর্তমানে সবকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই পরিসংখ্যান বিজ্ঞান অনুষদের একটি অন্যতম শাখা।

বাংলাদেশের অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে গৌরবময় অবদান রেখেছেন প্রথিতযশা পরিসংখ্যানবিদ ডঃ এ.কে.এম. গোলাম রব্বানী। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিসংখ্যান সংস্থাসমূহকে সমন্বয় করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গঠনের প্রস্তাব করেন যা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অদ্যাবধি অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

মানবজীবনে পরিসংখ্যানের প্রভাবঃ যেহেতু আমাদের পৃথিবী ক্রমেই সংখ্যাবাচক এবং উপাত্ত নির্ভর হয়ে যাচ্ছে, তাই পরিসংখ্যানে চাকুরীর বাজার পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান এবং এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে বলে ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিসংখ্যানবিদদের উপর উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য নির্ভরশীল যা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

আমাদের দেশে পরিসংখ্যানের বর্তমান অবস্থা : অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও পরিসংখ্যান বিষয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠদান ও ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে পরিসংখ্যান পড়তে ও শিখতে দেখা যায়। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাশাপাশি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিসংখ্যান পড়ানো হয়। বিশেষ করে তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। বিভিন্ন দেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশের প্রয়োজনীয় সব উপাত্ত সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশের সকল উপাত্ত যেমন জনসংখ্যা, জন্ম, মৃত্যু, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রজনন, বিপনন, শ্রমশক্তি জরিপ, উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা, প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত, অর্থনীতি, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ইত্যাদি সংগৃহীত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে পরিসংখ্যান কার্যক্রমে ব্যাপক গতিশীলতা এসেছে। ইতিপূর্বে বিলুপ্ত পরিসংখ্যান বিভাগ ২০১০ সালে পুন: প্রতিষ্ঠিত এবং ২০১২ সালে একে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ হিসেবে সম্প্রসারিত করা হয়। সরকার ২০১৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী মহান জাতীয় সংসদে পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ পাশ করে যা মার্চ ০৩, ২০১৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। পরিসংখ্যান আইন পাশের ফলে জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আইনগত ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। বর্তমানে অফিসীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলণ ও প্রকাশের জন্য একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হলো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। তাছাড়া সরকার ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Statistics –NSDS) অনুমোদন করেছে যাতে দেশে একটি সমন্বিত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা (National Statistical System –NSS) গড়ে উঠে। বর্তমানে পরিসংখ্যান ব্যুরোই সরকারী পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশের জন্য একমাত্র সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত। উল্লেখ্য, এই পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্তসমূহ জাতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ব্যবহার করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ঘোষিত অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের মৌল নীতিমালা (Fundamental Principle of Official Statistics) অনুসরণ করে থাকে। জাতিসংঘ কর্তৃক ২০০০ সালে ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) নির্ধারণ এবং মূল্যায়ন এবং ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচী (Post-2015 Development Agenda) নির্ধারণে পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ও লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গঠিত উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য তথ্য বিপ্লবের (Data Revolution) কথা বলেছেন যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন দেশ যদি তাদের নিজ নিজ উপাত্ত সরবরাহ না করত, তবে সেই সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাপী ব্যবহারোপযোগী কোন উপাত্ত সৃষ্টি করতে পারতো না। দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশিত উপাত্ত ব্যবহার করে গবেষকগণ তাঁদের গবেষণাকর্ম স্বাবলীলভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রয়োজনের তাগিদে ও গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাড়িয়েছে। পরিসংখ্যান বিষয়ে মৌলিক গবেষণার স্থান বিশ্ববিদ্যালয় আর তথ্য-উপাত্তের আধার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতিতে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, পরিসংখ্যান ব্যুরো ও সরকারী-বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত পরিসংখ্যানবিদগণ। সকলের সহযোগিতা ও উদ্যোগে আমরা পালন করছি আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩। আমাদের অঙ্গীকার হোক শুদ্ধ পরিসংখ্যান প্রণয়নে যার যার অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান যা উন্নয়নের জন্য সার্বিক পরিকল্পনায় ভূমিকা রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ আশ্বিন ১৪২০
১৩ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিসংখ্যানের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও "আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ ২০১৩" পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "জনকল্যাণে পরিসংখ্যান" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার নিশ্চিত ও উপাত্ত সহজলভ্য করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করেছে। তথ্য প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতে পরিসংখ্যান বিভাগকে "পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা" বিভাগে রূপান্তর করা হয়েছে। এর ফলে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সহজ হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তর থেকেই পরিসংখ্যান বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমি পরিসংখ্যানের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা, পরিসংখ্যানবিদ ও গবেষকদের সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

আমি "আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ ২০১৩" উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতিসংঘ ২০১৩ সালকে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক নীতি নির্ধাণের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও "আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩" বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্‌যাপন করছে। এ ব্যাপারে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতির যৌথ উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

পরিসংখ্যান উন্নয়ন এবং অগ্রগতির নির্দেশক। সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং সময়ানুগ পরিসংখ্যান অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিরুপণ এবং দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সাম্যবস্থা নিশ্চিতকরণে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। আমি আশা করি "আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩" পালনের মধ্য দিয়ে জনগণ পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন এবং সঠিক তথ্য প্রদানে সহযোগিতা করে সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অবদান রাখবেন।

বর্তমান সরকার দেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণে বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাংগঠানিক কাঠামো ঢেলে সাজানো এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে পরিসংখ্যান অফিস স্থাপন এবং তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আমি "আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩" এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)

মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এবার "আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩" উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩ এর মূল প্রতিপাদ্য 'জনকল্যাণে পরিসংখ্যান' অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রতিপাদ্যের সাথে সংগতি রেখে এবারের পরিসংখ্যান বর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ব্যুরো ও পরিসংখ্যান সমিতিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাদের এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিসংখ্যান একান্ত অপরিহার্য। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের ব্যবহারও প্রসারিত হয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার পরিসংখ্যান বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল বৃদ্ধির নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দেশের কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ, শ্রমশক্তি, শিল্প, সেবা খাতসহ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণসহ সকল সেক্টরের সঠিক পরিসংখ্যান প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩ উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে আমি পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই।

আমি "আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি

সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও "আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩" পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে পরিসংখ্যান বর্ষ পালন এর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো "জনকল্যাণে পরিসংখ্যান"। একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সঠিক পরিসংখ্যান এর উপর ভিত্তি করে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ২০০০ সালে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (Millennium Development Goals-MDG) গ্রহণের পর হতে বিশ্বের পরিসংখ্যান সম্প্রদায় অধিকমাত্রায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিসংখ্যান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং অবদান রাখছে। বর্তমানে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে তাঁরা 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (Sustainable Development Goals-SDG) প্রণয়নে সম্পৃক্ত হচ্ছে। ইতোমধ্যে সারা বিশ্বব্যাপী সঠিক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারের যে নবধারা সূচিত হয়েছে তাতে পরিসংখ্যানকে সম্পৃক্ত করার জন্য একটি তথ্য বিপ্লব (Data Revolution) এর প্রয়োজন আছে বলে জাতিসংঘের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য বিপ্লবের মাধ্যমে পরিসংখ্যানকে জনকল্যাণে নিবেদিত করে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং তথ্য ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (Statistics and Informatics Division-SID) সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার যে সকল পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে তার অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। নিয়মিত শুমারি এবং জরিপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবহারকারীগণকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করাই পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সরকার ইতোমধ্যে 'পরিসংখ্যান আইন-২০১৩' প্রণয়নের মাধ্যমে পরিসংখ্যানের ভিত্তিকে মজবুত করেছে এবং বিবিএস-কে সরকারের পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন ও মাননিয়ন্ত্রণে একক দায়িত্ব প্রদান করেছে। তা'ছাড়া দেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার 'জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র' (National Strategy for the Development of Statistics-NSDS) প্রণয়ন করেছে। এর ফলে দেশে একটি শক্তিশালী জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা (National Statistical System-NSS) গড়ে উঠেছে।

সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। উন্নত দেশসমূহে পরিকল্পনা প্রণয়নে সঠিক পরিসংখ্যানের ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কে শক্তিশালীকরণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩" উদযাপন কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণ কামনা করি।

"আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩" সফল ও স্বার্থক হোক।

মোঃ নজিবুর রহমান

সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি

বাণী

পরিসংখ্যান (ইংরেজীতে Statistics) বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা যা মুলত উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সহজ উপায়ে উপাত্ত পরিবেশন নিয়ে কাজ করে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় রয়েছে পরিসংখ্যানের ব্যাপক ব্যবহার। ইংরেজী Statistics শব্দটি latin শব্দ "Statuss" থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ 'রাষ্ট্র'। এ থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা থেকে পরিসংখ্যানের উৎপত্তি হয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন তথ্য যেমন লোকসংখ্যা, জন্ম - মৃত্যুর হিসাব, ইত্যাদির জন্য পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয়। পরিসংখ্যানকে তাই তথ্যবিজ্ঞানও বলা হয়। আমরা বাসকরি বিশ্বায়নের যুগে যা তথ্য-প্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় বৈজ্ঞানিক তথ্য, তার সাথে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করার প্রতিটি উপাদান। জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে প্রশাসন, ব্যবসা থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান, আবহাওয়ার পূর্বাভাস থেকে অর্থনৈতিক অবস্থা, বাসস্থান থেকে স্বাস্থ্য, পরিবেশ সুরক্ষা থেকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত অথবা রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগেই আছে এর সুফল।

পরিসংখ্যানকে বলা হয় Science of uncertainty. কোন বিষয়ে যখন তথ্য উপাত্তের অভাবে আমরা অনিশ্চিত, তখন পরিসংখ্যান পথ দেখায়। ব্যক্তি, সামাজিক তথা জাতীয় জীবনের সর্বোত্র পরিসংখ্যান সিদ্ধান্ত গ্রহণের অমোঘ অস্ত্র। পরিসংখ্যান গবেষনার ভাষা।

প্রতিটি দেশ পরিসংখ্যান পদ্ধতি গ্রহণ করে তুলে ধরছে তার বৈচিত্রময় শিল্প ও জাতীয় পরিকল্পনা। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা নিরূপনে ও সার্বিক কর্ম পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণে পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বিবেচনায় বিশ্বের দু'হাজারের অধিক সংখ্যক পেশাজীবি সংগঠন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষনা সংস্থার অংশগ্রহনে ২০১৩ সাল "আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ" হিসাবে পালিত হচ্ছে। পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও এর যথাযথ ব্যবহারকে ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে পেশাজীবি সংগঠন "বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি" ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান "বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো" বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'জনকল্যাণে পরিসংখ্যান' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে বছরটি পালন করছে। আমি সকলের সহযোগিতায় এ মহতি উদ্যোগের সফলতা কামনা করছি।

প্রফেসর ড. এম. সেকান্দার হায়াত খান

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাণী

"আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩" এর প্রতিপাদ্য বিষয় "জনকল্যাণে পরিসংখ্যান"। এ আন্তর্জাতিক বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য ভিত্তিক যুৎসই সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়নই একটি দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, কৃষি, নারী উন্নয়ন, মানব সম্পদের বিভিন্ন তথ্য, পরিবেশ ইত্যাদি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এ সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশে প্রতি দশ বছর অন্তর আদম শুমারি, অর্থনৈতিক শুমারি ও কৃষি শুমারি পরিচালনা করাসহ বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা করে। এ সকল শুমারি ও জরিপের তথ্য-উপাত্ত সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া এ বছর পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণীত হওয়ায় মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ শুমারি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার সকল পর্যায়ে পরিসংখ্যান তথ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিসংখ্যানের সার্বিক ব্যবহারকে সামনে রেখে "আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান বর্ষ-২০১৩" গৃহীত কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

গোলাম মোস্তফা কামাল

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি
সহযোগিতায় : জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল
(ইউএনএফপিএ)